দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUN 1998
পৃঃ ৩ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ভর্তি পরীক্ষা শুরু ॥ নয়া আচরণবিধি প্রণয়নের উদ্যোগ

সালাহউদ্দিন মোঃ রেজা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মতামতের ভিত্তিতে ক্যাম্পাস ও হলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আচরণ-বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়াছেন। আগামী মাসের প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সহিত আলোচনা শুরু করিবেন। গত ২৮শে এপ্রিল ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্র-শিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর প্রায় দেড় মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ আবার শুরু হইয়াছে।

(১২ পৃঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

অচলাবস্থার দেড় মাসের মধ্যে সহিংস ঘটনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র আইয়ুব আলী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষকের মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া ছেলে মুশফিক নিহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত সহিংস এবং অবরোধের এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ দুইদিনের জন্য হল বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় বৈধ ছাত্রদের হলে অবস্থান নিশ্চিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টোরিয়াল বডিসহ পুলিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচয়পত্র দেখিয়া হলে ছাত্রদের উঠানো হয়। গত ১৪ই জুন হইতে ক্লাস বন্ধ করিয়া দিয়া কড়া নিরাপত্তা এবং বিশেষ ব্যবস্থায় ১ম বর্ষ অনার্স ক্লাসে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হল ও ক্যাম্পাসে দ্রুত যোগাযোগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টর এবং সহকারী প্রোক্টরগণ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরাখবর সংগ্রহ এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। গত শনিবার ক ইউনিট (বিজ্ঞান গ্রুপ) এর ১ম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে সহকারী প্রক্টরদের ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্ট হইতে ওয়াকিটকির মাধ্যমে প্রক্টর ও প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিতে দেখা যায়। ইত্তেফাকের সহিত আলাপকালে প্রক্টর অধ্যাপক খান তৌহিদ ওসমান জানান, এ মাসের প্রথমদিক হইতে ওয়াকিটকি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যাম্পাস ও হলসমূহের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহাতে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। তিনি বলেন আগামী ২রা জুলাই পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ক্যাম্পাসে বাহিরের সকল যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে কোনপ্রকার মিটিং-মিছিল না করার জন্য বলা হইয়াছে। ছাত্র সংগঠনগুলি তাহা মানিয়া চলিতেছে। গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটি ভবনে প্রায় ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগের ৫১৫টি আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক আবু ইউসুফ আলম জানান, আগামী মাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সহিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ক্যাম্পাস ও হলে ছাত্র সংগঠনগুলির মিটিং-মিছিল সীমিত করার চেষ্টা চালানো হইবে। তিনি বলেন, পরীক্ষা ও ক্লাস চলাকালে মিটিং-মিছিল বন্ধ রাখা এবং হলে ছাত্র সংগঠনগুলির সহাবস্থান নিশ্চিত করার ব্যাপারে সংগঠনগুলির মতামত গ্রহণ করা হইবে এবং সেই আলোকে আচরণ-বিধি গ্রহণ করা হইবে।